ইউএসএইড এশিয়া কাউন্টার ট্রাফিকিং ইন পারসনস

সিটিআইপি ব্রিফিংএ নিরাপত্তা

পাচার-পরবর্তীকালে সফল পুনর্বাসন বিষয়ে সারভাইভারের দৃষ্টিভঙ্গী

লিখেছেন এরিক ক্যাসপার
এবং মিনা চ্যাং

ইউএসএইড এশিয়া কাউন্টার ট্রাফিকিং ইন পারসনস

এই শিক্ষণীয় ব্রিফটি ২০২০ সালে এরিক ক্যাসপার ও মিনা চ্যাং-এর লেখা "পাচার-পরবর্তীকালে সফল পুনর্বাসন বিষয়ে সারভাইভারের দৃষ্টিভঙ্গী" হতে উন্নীত। মানবপাচার রোধে বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মরত ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর কথা ভাবনায় রেখে ভাষার মিতব্যয়ীতা ও সহজবোধ্যতা নিশ্চিত করে এটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

সম্পূর্ণ রিপোর্টটি পাবেন এখানে।

কপিরাইট ©২০২৪ উইনরক ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

উইনরক ইন্টারন্যাশনাল যুক্তরাষ্ট্রের এবং বিশ্বব্যাপী উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের একটি পরিচিত অগ্রদূত যা বিশ্বের জটিলতম সামাজিক, কৃষি ও পরিবেশগত সংকটগুলোর সমাধানে কাজ করছে। এর প্রতিষ্ঠাতা উইনথ্রপ রকোফেলার হতে অনুপ্রাণিত উইনরক ইন্টারন্যাশনালের মিশন হলো সুবিধাবঞ্চিতদের ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক সুযোগ বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ। তথ্যসূত্রের স্বীকৃতি দেয়া সাপেক্ষে এই প্রকাশনায় অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় তথ্য উদ্ধৃতি ও পুনরুৎপাদনের জন্য উন্মুক্ত রাখা হলো। তবে পুণঃবিক্রয় বা অন্য কোনো বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এই প্রকাশনার কোনো অংশ ব্যবহার করা যাবে না।

ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভলপমেন্ট (USAID) এর মাধ্যমে আমেরিকার জনগনের উদার সহযোগিতায় এই ব্রিফিংটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। ইউএসএআইডি এশিয়া কাউন্টার ট্রাফিকিং ইন পারসনস প্রকল্পের সহযোগিতায় ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ এই পেপারটি প্রস্তুত করেছে। এর বিষয়বস্তু আবশ্যকভাবে ইউএসএআইডি অথবা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন নয়।

ভূমিকা

এই ব্রিফিংএর লক্ষ্য:

এই ব্রিফিংএর লক্ষ্য হচ্ছে মানব পাচারের সারভাইভারদের মধ্যে পুনর্বাসনের অভিজ্ঞতাকে বোঝা – তাদের ভাবনায় সফল পুনর্বাসনের উপাদানগুলো কী কী এবং পুনর্বাসন যাত্রায় কোন বিষয়গুলো তাদের সবচেয়ে বেশি সহায়ক হবে।

সারভাইভারদের পুনর্বাসন যাত্রায় তাদের সহায়তা প্রচেষ্টায় তাদের অভিজ্ঞতা এবং তাদের দৃষ্টিতে সফলতার চিত্র কেমন সে বিষয়ে মনোযোগ দেয়া গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ ও ক্যাম্বোডিয়ায় সারভাইভারদের সাক্ষাৎকার হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই ব্রিফিংটি সফল পুনর্বাসনের প্রধান উপাদানগুলোকে তুলে ধরেছে।

দীর্ঘসূত্রে পুনর্বাসন সহায়তা বলতে বোঝায় পাচার যে পন্থায় কাজ করে তার জ্ঞাত দেয়া, এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোতে নতুন নতুন রূপরেখা তৈরি করা। এই অধ্যয়নটি এমনভাবে নকশা করা হয়েছে যেন এটি সিস্টেমেটিক কাঠামো ও ব্যবস্থাগুলোকে দৃষ্টিগোচর করে এবং সঠিক কার্যক্রমে প্রবেশে দিকনির্দেশনা দেয় যা সিস্টেমেটিক পরিবর্তনে উপবেশিত হতে পারে।

পাঠপদ্ধতি:

গবেষণা দল নারী ও পুরুষ সারভাইভারদের উপর গভীর সাক্ষাৎকার পরিচালনা করেছে। সাক্ষাৎকারগুলোর লক্ষ্য ছিল সারভাইভারদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পুনর্বাসন বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিস্তারিত জানা। এই অধ্যয়নের সাথে যুক্ত সকল সারভাইভারই কাজের খাতিরে বিদেশে পাড়ি জমানোর চেষ্টা করতে গিয়ে পাচারের শিকার হন। পুনর্বাসন আলাপের কেন্দ্রে অবস্থিত পরিসেবা প্রদানের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মনোযোগ সরিয়ে এনে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের চাবিকাঠি হিসেবে নিজেদের স্থাপনের মাধ্যমে সারভাইভারদের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্রে নিয়ে আসতে এই অধ্যয়নটি সচেষ্ট হয়েছে।

এই অধ্যয়নটি পাচারের সারভাইভারদের নেয়া সাক্ষাৎকারের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে যারা তাদের পুনর্বাসন যাত্রায় কিছু জায়গায় সফলতা লাভ করেছে। তারা মূলত নিজ নিজ দেশে পাচার অভিজ্ঞতা করা সকল সারভাইভারদের প্রতিনিধিত্ব করে না।

পুনর্বাসন

পাচারবিরোধী বয়ানের একটি সাধারণ পরিভাষা হলেও এটি সংজ্ঞায়নের দিক থেকে অস্পষ্ট, এবং এই সংজ্ঞা পরিসেবার দৃষ্টিভঙ্গী কেন্দ্র করে সৃষ্ট। যদিও মানসম্মত পরিসেবা লাভের সুযোগ পুনর্বাসন যাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ, আমরা সফল পুনর্বাসনের আলোচনাকে দৃষ্টিভঙ্গী, জ্ঞান ও সারভাইভারদের আকাঙ্খায় কেন্দ্রীভূত করতে সচেষ্ট হয়েছি।

সারভাইভাররা মনে করতেন পুনর্বাসনের অর্থ হচ্ছে টিকে থাকার সক্ষমতা, চরম দারিদ্র কাটিয়ে ওঠা এবং সমাজ ও পরিবারে গ্রহনযোগ্যতা ও সংযোগ স্থাপন। সাধারণভাবে তারা পুনর্বাসনকে নির্দিষ্ট সম্পদে তাদের প্রবেশাধিকার হিসেবে বিবেচনা করতেন না। যদিও বস্তুগত সম্পদ ও সেবাপ্রদানকারীদের থেকে পাওয়া সহযোগিতা বেশিরভাগ সারভাইভারের ক্ষেত্রেই সফলতা লাভের অত্যন্ত আবশ্যক উপাদান। সফল পুনর্বাসনের মূল উপাদানগুলো হল (১) আর্থিক স্বচ্ছলতা, (২) মানসিক সুস্বাস্থ্য, (৩) পরিবারের সাথে সংযোগ, এবং (৪) সমাজে গ্রহণীয়তা।

আর্থিক স্বচ্ছলতা হচ্ছে পর্যাপ্ত অর্থ উপার্জনের ক্ষমতা এবং ঋণগ্রস্থতা হতে পালাতে পারা বা ঋণ এড়িয়ে যাবার সামর্থ্য। অনেক সারভাইভারই চরম দরিদ্রতার প্রেক্ষাপট হতে আসা, অর্থাৎ টিকে থাকার তাগিদে যথেষ্ট উপার্জনে তারা ছিলেন মরিয়া, যা তাদেরকে অবৈধ অভিবাসের ঝুঁকি নিতে তাড়িত করে, অবশেষে যা পর্যবসিত হয় মানবপাচারে এবং পরিবার ও তার উপর আরো আর্থিক বিপর্যয় এসে পড়ে। মূল প্রেক্ষাপট, চরম দরিদ্রতার চক্রে ফিরে না তাকালে প্রায়শই সফল পুনর্বাসন অর্জন করা সম্ভব হয় না। তাদের কাজ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে এমন কার্যক্রমের মাধ্যমে সারভাইভারদের আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জনে সহায়ক হওয়া যায়।

মানসিক সুস্বাস্থ্য বলতে এখানে ইঙ্গিত করা হচ্ছে পাচারের অভিজ্ঞতা হতে উৎসারিত ট্রমাগুলো হতে মানসিকভাবে সেরে ওঠাকে। সারভাইভাররা আত্মবিশ্বাসে ঘাটতি, কার্যকারিতায় ঘাটতি এবং প্রাত্যহিক সামাজিক জীবনে স্বস্তির অভাব বোধ করতে পারেন। সারভাইভাররা হয়ত মানসিক সহায়তা প্রদানে উপকৃত হতে পারেন, কিন্তু এসবকিছু সাংস্কৃতিক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে হওয়া বাঞ্চনীয়। মনোঃদৈহিক ব্যাপারে খোলাসা করা সারভাইভারদের জন্য স্বস্তিদায়ক না-ও হতে পারে। একইসাথে বিভিন্ন দেশের সারভাইভারদের তাদের মানসিক সমস্যাগুলো বোঝা ও ব্যক্ত করার ধরণও হবে সতন্ত্র। আমাদের প্রামাণিক তথ্য মোতাবেক পরিবার ও সমাজ হতে গ্রহণীয়তা ও সহায়তা মানসিক সুসাস্থ্য অর্জনে সহায়ক হতে পারে।

পরিবারের সাথে সংযোগ পাচারের পর সফলতা অর্জনের একটি বড়সর নির্ধারক। আমরা কম্বোডিয়ার তূলনায় বাংলাদেশে এটি অধিক পরিমাণে লক্ষ্য করেছি। সাধারণত যারা বর্জনের মুখোমুখি হন তারা নারী। সারভাইভারদের অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতও সাধারণভাবে পরিবারের সাথেই সংযুক্ত। ব্যক্তির দেশের বাইরে কাজে যাবার পথ সুগম করতে পরিবারগুলো প্রায়শই ঋণ নেয়। পরিবারের সেই সদস্য যখন পাচারের শিকার হন, তখন তা পুরো পরিবারের সংগ্রামকে আরো কঠিন করে তোলে। তাই যেখানে সম্ভব, হস্তক্ষেপকারীদের উচিত পুরো পরিবারকেই সহায়তাবলয়ে নিয়ে আসা।

সমাজে গ্রহণীয়তা অর্জন কঠিন, কেননা সারভাইভাররা তাদের সমাজ থেকে নানা ধরণের বৈষম্য ও সম্মানহানির মুখোমুখি হতে থাকে। এসবকিছু সবসময় তাদের পাচার হবার অভিজ্ঞতার ফল নয়, বরং যেসব উপায়ে তাদের অর্জিত অভিজ্ঞতা লৈঙ্গিক সামাজিক রীতিনীতি অনুসরণ করতে তাদের বাধা দেয়। সারভাইভারদের নিজেদের গল্প তুলে ধরতে সাহায্য করা – যেমন ছোট ছোট দল তৈরির মাধ্যমে – বোঝাপড়া তৈরি করতে সাহায্য করে, নিজেদের গল্প ব্যক্ত করতে থাকা সারভাইভারদের কতৃত্বের বোধ ও দৃশ্যতা প্রদান করে।

পদ্ধতিগত চিন্তা

পুনর্বাসন বিষয়টি নিজেকে সমাজে পুণঃসংযুক্ত ও পুণঃস্থাপনের সাথে জড়িত। এটি খুবই জটিল একটি সমস্যা যাকে বুঝতে হলে একাধিক পারস্পারিকভাবে যুক্ত সিস্টেমেটিক বিষয়গুলোকে বুঝতে হবে। আমরা ভিন্ন ভিন্ন সারভাইভার, তাদের পরিবার, সমাজের সদস্যগণ ও সেসকল সমাজকর্মী যারা তাদের সুসংহতভাবে বুঝতে সাহায্য করেছে একটি সিস্টেম হিসেবে পুনর্বাসন কীভাবে কাজ করে, তাদের সকলের দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয়সাধন ও সংশ্লেষণের চেষ্টা করেছি।

যে জটিল সিস্টেমের মধ্য দিয়ে মানব পাচার ঘটে সেই একই সিস্টেমেই সফল পুনর্বাসনের পথ বিদ্যমান। এর অর্থ হচ্ছে এখানে যেমন সফলতা সুপ্ত অবস্থায় আছে, তেমনি সম্ভাবনা থেকে যায় সারভাইভার যে সিস্টেমেটিক কারণে প্রাথমিকভাবে পাচার অভিজ্ঞতা করেছিল সেখানেই তার আটকা থেকে যাওয়া। যে কারণসমূহ সফল পুনর্বাসন নির্মাণ করে এবং গতিশীল করে তাদের মধ্যে আন্তঃসংযোগকে আমরা একটি কাঠামো মানচিত্রের মাধ্যমে বর্ণনা করেছি (পরবর্তী পৃষ্ঠায় চিত্রঃ ১ দ্রষ্টব্য)।

এই অধ্যয়নের মূল আবিষ্কারটি হচ্ছে যে সফলতার প্রতিটি উপাদানই এখানে একে অপরের সাথে একটি জটিল ও সিস্টেমেটিক সম্পর্কে আবদ্ধ। এটি একটি প্রতিক্রিয়া লুপের সম্ভাবনা তৈরি করে, যেখানে এটি সারভাইভারকে একটি নিম্নমূখী কুন্ডলীতে আটকে রাখতে পারে অথবা তাকে একটি উপাদানে অর্জিত সফলতা অন্যান্য উপাদানে ছড়িয়ে দিতে সহযোগী হতে পারে। সারভাইভারদের নিকটবর্তী হয়ে কাজ করার মাধ্যমে এবং এই সংযোগগুলোর সাথে খাপ খাইয়ে চলার মাধ্যমে সফল পুনর্বাসন অর্জনে সারভাইভারদের সর্বোচ্চ সহযোগিতা করা সম্ভব।

পুরো রিপোর্টজুড়েই আমরা পুনর্বাসনের এই সিস্টেমেটিক চিত্রে ফিরে আসব যেন আমাদের প্রতিটি উপলব্ধি হয় প্রেক্ষিত বিবেচনায়, এবং কীভাবে এটি একাধিক ইস্যুর সাথে সংযুক্ত।

কাঠামো মানচিত্র পাঠের একটি নির্দেশিকা

বৃত্তগুলো পুনর্বাসন সিস্টেমের উপাদানগুলোর প্রতীক, যেগুলো একে অন্যের সাথে সংযুক্ত তীরচিহ্নগুলোর মাধ্যমে, যা উপাদানগুলোর একে অন্যকে প্রভাবিত করা ইঙ্গিত করে।
ডায়াগ্রামের উপরের দিকে মাঝামাঝি অবস্থিত হালকা নীল বৃত্ত পাচারের পর সফল পুনর্বাসন নির্দেশ করে।
নিচের দিকে বাম পাশের লাল বৃত্ত অধিকতর নীপিড়ন ও শোষনের সম্ভাবনা নির্দেশ করে।
হালকা সবুজ বৃত্তগুলো সেই সকল কারণকে নির্দেশ করে যেসবের জন্য আমরা সারভাইভার পুনর্বাসনে সহায়তা করতে হস্তক্ষেপের সুযোগগুলোকে চিহ্নিত করেছি। এখানে, এই সিস্টেমের চলমানতা নির্দেশ করে যে আমরা হয়ত সুবিধা করে উঠতে পারি, এবং এর ধাক্কা পুরো সিস্টেমকে নাড়া দিতে পারে।
উপরে ডান পাশে গাঢ সবুজ ও গাঢ নীল বৃত্তগুলো বাংলাদেশ ও ক্যাম্বোডিয়ায় সাংস্কৃতিক রীতিনীতির সাথে সম্পর্কিত কারণগুলোকে নির্দেশ করে।
ধূসর বৃত্তগুলো নির্দেশ করে অন্যান্য বিষয় এবং কারণ যা আমাদের চিহ্নায়ন অনুসারে সফলতার মূল উপাদানগুলোকে প্রভাবিত ও ত্বরান্বিত করে।
সরাসরি সম্পর্কগুলোকে তীরচিহ্নের সাথে ++ বা - - সহকারে সলিড লাইন হিসেবে দেখানো হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে প্রভাবক কারণের নির্দিষ্ট এক দিকে পরিবর্তনের ফলে প্রভাবিত কারণের একই দিকে পরিবর্তন ঘটে।
বিপরীত সম্পর্কগুলো ড্যাশযুক্ত তীরচিহ্নের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। এদেরকেও + - চিহ্ন দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যা নির্দেশ করে একটি বাড়লে অপরটি কমবে, অথবা তদ্বিপরীত ঘটনা ঘটবে।

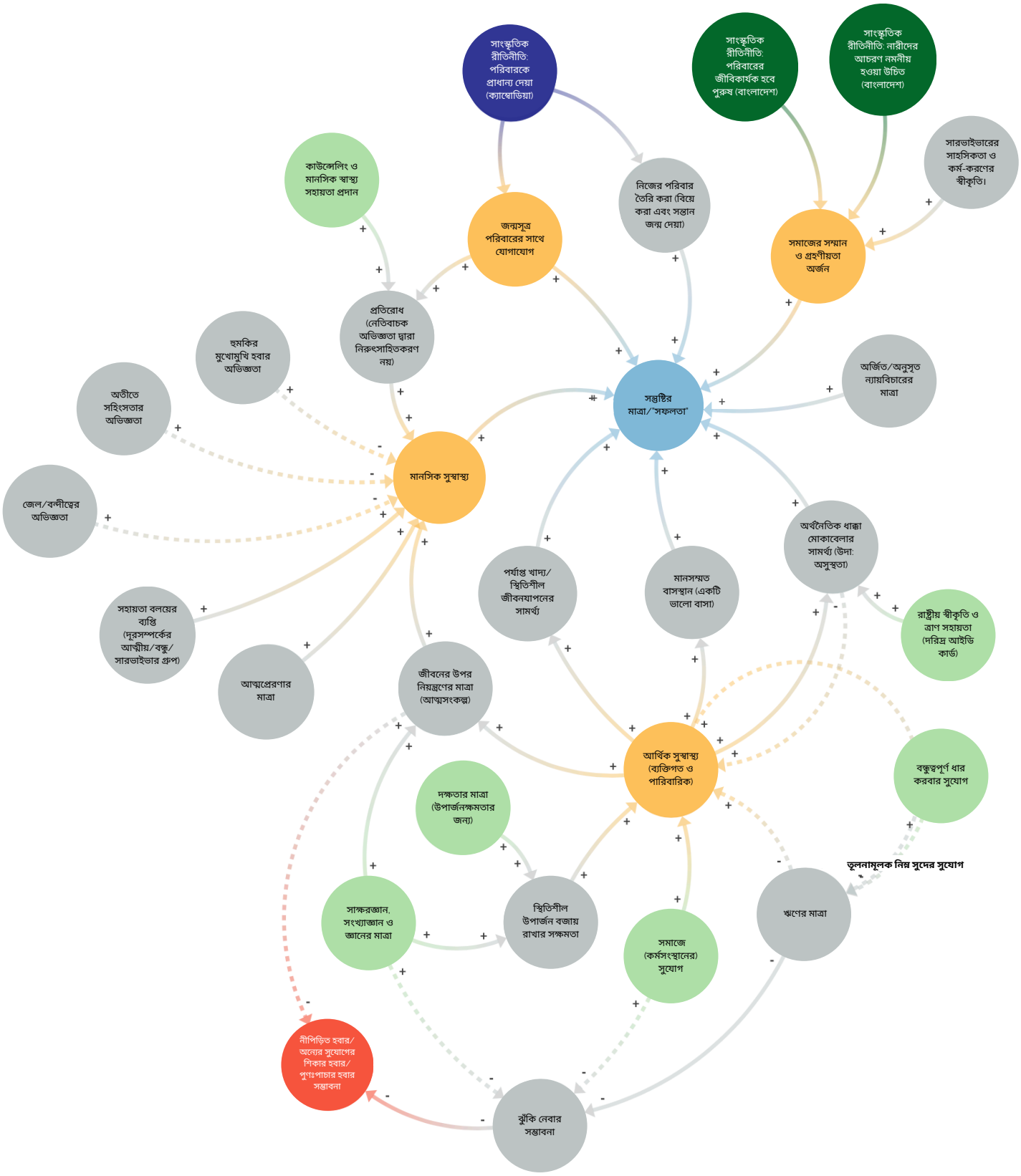

চিত্র ১. পাচারের পর সফল পুনর্বাসনকে যেসকল সিস্টেমেটিক কারণগুলো প্রভাবিত করে তাদের মানচিত্র

এই মানচিত্রটি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে এখানে ক্লিক করুন, এখানে আরো বিস্তারিতভাবে এই কারণসমূহ ও তাদের আন্তঃসম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে।

মূল আবিষ্কারসমূহ

- অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য সফল পুনর্বাসনে অবদান রাখে, এবং একে সংজ্ঞায়িতও করে। দারিদ্রের ফাঁদ মূলত দেনা ও লুণ্ঠনকারী ঋণের কারণে সৃষ্টি হয়।

- পরিবার সফল পুনর্বাসনে অবদান রাখে এবং একে সংজ্ঞায়িত করে।

- সমাজের গ্রহণীয়তা সফল পুনর্বাসনে অবদান রাখে এবং একে সংজ্ঞায়িত করে।

- ট্রমা হতে সুস্থতা লাভ করা সফল পুনর্বাসনে অবদান রাখে এবং একে সংজ্ঞায়িত করে।

- উপার্জনক্ষম হওয়া এবং নিজের জীবনের উপর ক্রমাগত নিয়ন্ত্রণ অর্জন সজল পুনর্বাসনে অবদান রাখে।

- ব্যাপক দরিদ্র অঞ্চলে জীবিকার বিকল্পগুলি অত্যন্ত সীমিত, যা মানুষকে বিপজ্জনক অভিবাসন যাত্রায় ঝুঁকি নিতে বাধ্য করে।

- জেল ও বন্দীদশার অভিজ্ঞতাগুলো বিশেষভাবে ট্রমাটিক; এগুলো সারভাইভারদের মানসিক স্বাস্থ্য ধ্বংস করে দিতে পারে এবং তাদের মধ্যে অপরাধবোধ ও স্বমর্যাদাবোধের ঘাটতি সৃষ্টি করে।

- প্রধান অংশীদারগণ, যথা, স্থানীয় সমাজপ্রধানগণের এখনো মানব পাচার কাকে বলে এ বিষয়ে পরিষ্কার বোঝাপড়া নেই। এটি সারভাইভারদের সহায়তা করতে তাদের সক্ষমতার পথে বাধা।

- অভিবাসীদের নিরাপদ ও আইনতভাবে প্রত্যাবর্তনের অনেক বাধাবিপত্তি রয়েছে যা দিনশেষে পাচারের ঘটনা বৃদ্ধি করে।

- বিদ্যমান সমাজকল্যানমূলক কার্যক্রমগুলো, সাথে যেগুলো সরাসরি সারভাইভারদের উদ্দেশ্যে নকশাকৃত নয়, এমন কার্যক্রম পুনর্বাসনে সহায়ক হতে পারে এবং একইসাথে পাচারের সম্ভাবনাকে প্রথমেই ধূলিস্যাৎ করে দিতে সক্ষম।

সারভাইভারদের সংজ্ঞায়নে সফল পুনর্বাসন

এই সেকশনটি সফল পুনর্বাসন কী কী নিয়ে সংঘটিত হয় সে বিষয়ে সারভাইভারদের দৃষ্টিভঙ্গীকে তুলে ধরে, এবং যতটা সম্ভব তাদের নিজস্ব কণ্ঠে। অনেকের ক্ষেত্রেই সফলতার মূল ভিত্তি বেঁচে থাকার মৌলিক চাহিদা। এর অর্থ এই নয় যে সারভাইভারদের কোনো উচ্চ আকাঙ্খা নেই; অনেক সারভাইভারই তাদের সুপ্ত আশা ব্যক্ত করেছেন, যেমন অর্থবহ কাজ খুঁজে বের করা, সামাজিক পরিবর্তন সাধন যেন পাচার হ্রাস করা যায় এবং কুসংস্কারগুলো দমন। এরপরও যখন তাদের কাছে বিশদভাদে উত্তর চাওয়া হয় সফলতার সংজ্ঞা তাদের মতে কী, সকলেই মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যাপারে জোর আরোপ করেছেন।

বেশিরভাগ সারভাইভার যারা জানামতে ট্রমা অভিজ্ঞতা করেছেন তাদের পাচারের অভিজ্ঞতা হতে, তাদের সকলের সুস্থ হবার এবং মানসিক সুস্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন তৈরি হয়েছে। সমাজ ও অর্থনীতির ক্ষমতাশীল কাঠামোর মধ্যে বাসকারী পাচার-আক্রান্ত সমাজের অনেক মানুষই তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করেন পরিবার বা অন্যান্য আত্মীয়ের মাধ্যমে। একজন মানুষ সমাজের কোন অংশে বিরাজ করে তা খুঁজে বের করাই সফলতার সবচেয়ে মৌলিক উপাদান, সকল সারভাইভারদের সাক্ষাৎকার সেদিকেই ইঙ্গিত করে।

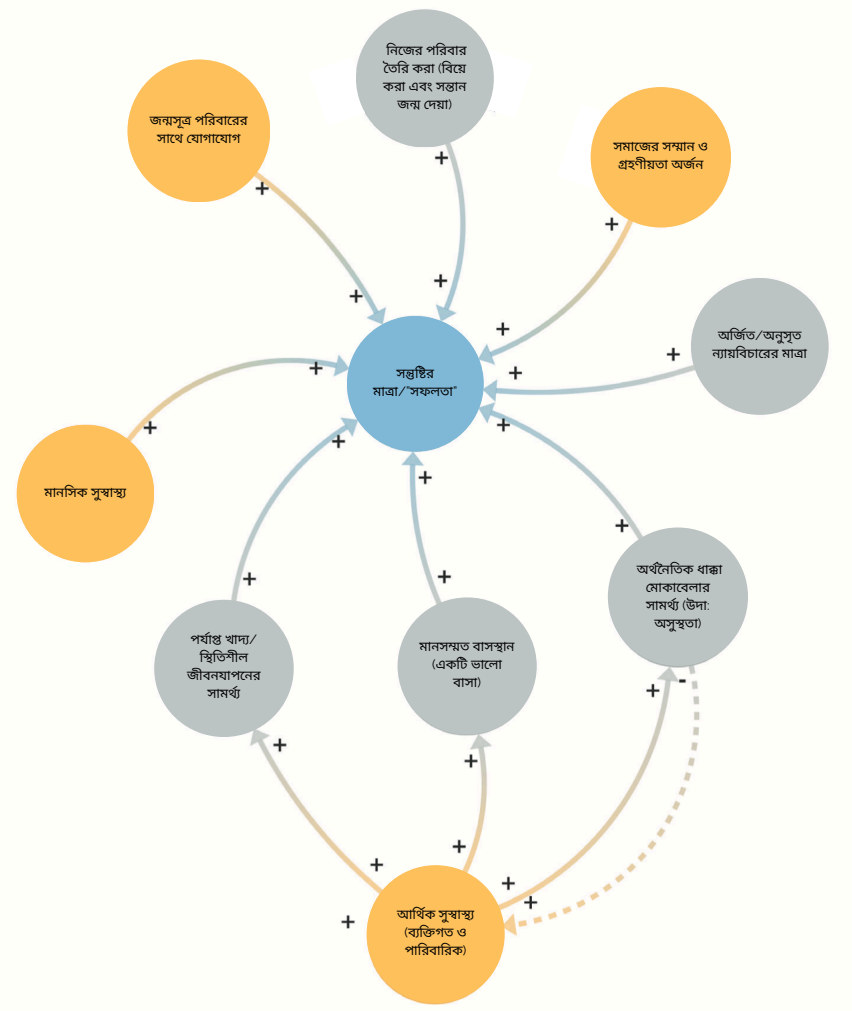

চিত্র ২. সফলতার প্রধান উপাদানসমূহ।

অর্থনৈতিক সুস্বাস্থ্য

সারভাইভারদের সংজ্ঞায়নে অর্থনৈতিক সুস্বাস্থ্য সফল পুনর্বাসনের প্রধানতম উপাদান। এটি উপার্জনের অভাবের পাশাপাশি উচ্চ মাত্রার ঋণ সহ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করে। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই, সারভাইভাররা পাচারের আগে এবং পরে ঋণের অভিজ্ঞতার শিকার হয়; ঋণ থেকে বেরিয়ে আসা সাফল্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল।

আমরা যেসকল সারভাইভারদের সাথে কথা বলেছি তারা সকলেই পাচারের শিকার হয়েছেন কাজের জন্য বিদেশগমনের প্রেক্ষাপটে। অর্থ উপার্জনের তাড়না তাদের ঝুঁকি নিতে বাধ্য করেছে যার পরিণতি মানবপাচার; নিয়মিত, নির্ধারিত উপার্জন নিশ্চিত করাটা এখনো পুনর্বাসনকালে সফলতা লাভের চাবিকাঠি হিসেবে রয়ে গেছে।

আমরা যেসকল সারভাইভারদের সাথে কথা বলেছি তাদের বেশিরভাগই পাচারের আগে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছিলেন এবং এই দুরাবস্থা সফল পুনর্বাসন অর্জনে তাদের সক্ষমতাকে অনেক বেশি সীমাবদ্ধ করেছে। সফল পুনর্বাসন "ফিরে আসা"র সাথে সমার্থক হতে পারে না। চরম দারিদ্র্যের প্রেক্ষাপটে পাচারের শিকার হওয়া একজন ব্যক্তি যখন পাচারের পর সেই একই দারিদ্র্যতা বরণ করে নিতে বাধ্য হন তা কিছুতেই পুনর্বাসন নয়। সফল পুনর্বাসনের জন্য অভিবাসনেরও প্রয়োজন পড়তে পারে যদি তা সারভাইভারকে চরম দারিদ্র্যতা হতে পালাতে ফলপ্রসূ হয়।

"পরিবার আরো কোনো ঋণের কবলে নেই এবং তারা সুখী আছে।"
(ক্যাম্বোডিয়া, নারী, সারভাইভার নং. ২৭)

"আমি সফলভাবে পুনর্বাসিত নই এবং ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত আমি জানি না আমার কতটা সময় লাগবে। সঠিক পথে হাঁটা শুরু করতে আমার হয়ত তিন বছর লাগতে পারে।"
(বাংলাদেশ, নারী, সারভাইভার নং. ১৫)

দারিদ্র্যের করতলে থাকা মানুষ হয়ত খুব অল্প অর্থের উপর টিকে থাকতে পারে, কিন্তু খুব ছোট একটি আর্থিক ধাক্কাও তাদের চরম দারিদ্রের দিকে ঠেলে দিতে পারে যেখান থেকে বের হওয়া উত্তরোত্তর কঠিন হতে থাকে। এরকম ধাক্কার কারণ হতে পারে ফসলের ফলন খারাপ হওয়া বা স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা, অর্থাৎ একদিকে চিকিৎসার ব্যয়ের পর্বত তৈরি হওয়া অন্যদিকে কাজে যেতে না পারা। এই ধাক্কাগুলো ঋণের জন্ম দেয় এবং মরিয়া ভাবের সৃষ্টি করে, তখন মানুষ ধিরে ধিরে বড় বড় ঝুঁকি নিতে সম্মত হয়।

"(ঘরে ফিরে আসার পর) আমরা আমাদের নিজেদের দাস"
(ক্যাম্বোডিয়া, পুরুষ, সারভাইভার নং. ৩৩)

পরিবার

আমাদের সাথে কথা বলা প্রায় সকল সারভাইভারই পরিবারকে সফল পুনর্বাসনের মূল উপাদান হিসেবে গণ্য করেছেন।

"আমি যখন ক্যাম্বোডিয়ায় ফিরে আসি, আমার মনে হয়েছিল যেন আমার পূনর্জন্ম হয়েছে। এবং আমি যখন আমার বাড়ি ফিরলাম, বরণে ছিল উষ্ণতা।"
(ক্যাম্বোডিয়া, নারী, সারভাইভার নং. ৪৩)

সারভাইভাররা ব্যক্ত করেছেন যে প্রথমতই পরিবারকে ফেলে রেখে যাওয়া খুব কঠিন ও কষ্টকর ছিল। অনেকেই ব্যক্ত করেছেন যে অভিবাসনের ঝুঁকি নেয়ার সিদ্ধান্তের পেছনে মূলত পরিবারকে অর্থসহায়তা করবার তীব্র তাড়না কাজ করেছে। পাচার অবস্থায় পরিবারের সাথে যোগাযোগের চেষ্টাকে অনেক সারভাইভার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়মলঙ্ঘন হিসেবে জানিয়েছেন, যা কিনা পাচার অভিজ্ঞতাকে আরো ট্রমাটিক করে তুলেছে।

"যদি আমার পরিবারকে অর্থের জোগান দেয়ার মত কোনো পেশা আমার হাতে নাও থাকে, আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তাদের সাথে আমি আবার মিলিত হতে পেরেছি।"
(ক্যাম্বোডিয়া, নারী, সারভাইভার নং. ৩০)

ভিন্ন ভিন্ন সমাজ সম্পর্ক ও যোগাযোগের ভিন্ন ভিন্ন ধরণকে প্রাধান্য দেয়। তাই পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে একেক সারভাইভার একেক ধরণের যোগাযোগকে অর্থবহ হিসেবে গণ্য করে। বাংলাদেশে আমরা দেখেছি যে সামাজিক চাপ ও কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে সারভাইভারদের ত্যাগ করেছে তাদের পরিবার। ক্যাম্বোডিয়াতেও আমরা দেখেছি সারভাইভাররা সমাজের থেকে চাপের মুখোমুখি হয়, কিন্তু পরিবারের সাথে তাদের সম্পর্ক সমাজের সাথে তাদের যোগাযোগে মিথষ্ক্রিয়া ঘটায়। সামাজিক চাপ তারা কাটিয়ে উঠেছে পরিবারের নৈতিক ও আত্মীক সহযোগিতা লাভের মাধ্যমে।

"পরিবারের দিক থেকে আমার কোনো ঝামেলা ছিল না। তারা আমাকে সহায়তা করেছে। আমার স্বামী, শাশুড়িরও কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু আমি সমাজের পক্ষ থেকে কিছু ঝামেলার মুখোমুখি হয়। আমার স্বামী ঘর থেকে বের হলেই সমাজের নানা কথা তাকে শুনতে হয়।"
(বাংলাদেশ, নারী, সারভাইভার নং. ৬)

মানসিক সুস্বাস্থ্য

উভয় দেশজুড়ে সাক্ষাৎকারগুলো হতে এমন অনেক ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যে মানসিক সুস্বাস্থ্য সফলতা লাভের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। বাংলাদেশে আমরা যে সমস্ত সারভাইভারদের সাথে কথা বলেছি তারা মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন এবং স্পষ্টভাষী ছিলেন – আমরা আশা করি না যে বাংলাদেশে বেশিরভাগ সারভাইভার মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে এতটা সচেতন হবেন।

"বাংলাদেশে পৌঁছানোর পর আমার পরিস্থিতি খুবই খারাপ ছিল। আমি সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ৪ মাস বাড়ির ভেতর কাটিয়ে দিই। আমি বাসা থেকে বের হতে [সক্ষম ছিলাম] না।"
(বাংলাদেশ, পুরুষ, সারভাইভার নং. ৩৫)

ক্যাম্বোডিয়ায় উত্তরদাতারা মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব কিছুটা পরোক্ষভাবে প্রকাশ করেছেন। ক্যাম্বোডিয়ান অনেক সারভাইভার তাদের অভিজ্ঞতার কথা বলতে অনিচ্ছুক ছিলেন, এমনকি যারা অনেক বছর আগে ফিরে এসেছেন তারাও।

অনেক সারভাইভার নারী তাদের গল্প বলার সময় ভীত ও আবেগপ্রবণ ছিলেন, সাক্ষাৎকারে "ভুল" উত্তর দেয়া নিয়ে চিন্তিত ছিলেন এবং তাদের পাচার অভিজ্ঞতার বিশদ বর্ণনা দেয়ার সময় মূল ঘটনাগুলো স্মরণ করতে অসুবিধার সম্মুখীন হন। আমরা বুঝতে সচেষ্ট হয়েছি এসকল আচরণ মূলত তাদের মনস্তাত্ত্বিক ট্রমার নির্দেশক।

"আমি এসব ভুলে যাবার প্রতিজ্ঞা করি নিজের কাছে। আমি অনেককেই দেখেছি যারা জেলে ছিল। তারাও এভাবে চিন্তা করেছিল যতক্ষণ না এটা মানসিক অসুস্থতার রূপ নেয়, এবং তাদের মানসিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠানোর প্রয়োজন পড়ে।"
(ক্যাম্বোডিয়া, পুরুষ, সারভাইভার নং. ৪৬)

ক্যাম্বোডিয়ায় একজন সারভাইভারকে তার সমাজের কিছু সদস্যের কাছ থেকে কটূক্তি ও খোঁটার শিকার হতে হয়। তার বোঝাপড়ায় এটি ছিল মূলত তার প্রতি তাদের ঈর্ষাপরায়ণতা, সারভাইভারের পুনর্বাসন যাত্রার অংশ হিসেবে তাকে মোটরসাইকেল মেরামতের মাধ্যমে উপার্জনের ব্যবস্থা করে দেয়ায় এই ঈর্ষার জন্ম হয়।

"মানুষ আমার ব্যাপারে ঈর্ষান্বিত হয় কিনা, আমাকে হারানোর চেষ্টা করে কিনা, এসব ব্যাপারে আমি ভয়ে ছিলাম....যখন আমি অনেক কাজ পাওয়া শুরু করলাম, কিছু মানুষ ছিল যারা সেসময় আমাকে নিয়ে মজা করেছে, অপমান করেছে।"
(ক্যাম্বোডিয়া, পুরুষ, সারভাইভার নং. ২৪)

এই পর্যালোচনাগুলো সারভাইভারদের সহায়তা করতে নকশাকৃত কার্যক্রমে কাজে আসতে পারে। সমাজকর্মীদের সাথে সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে যে সমাজের সদস্যদের ঈর্ষান্বিত করা বা বৈষম্যমূলক আচরণের কারণ হওয়াটা মূলত পুনর্বাসন সহায়তার একটি অহরহ ঘটতে থাকা অনিচ্ছাকৃত পরিণতি। সহায়তা হস্তক্ষেপে লাভ ক্ষতির হিসাব করার সময় এই বিষয়টি বিবেচনা করা আবশ্যক।

সমাজে নিজের অবস্থান খুঁজে নেয়া

সারভাইভাররা তাদের পুনর্বাসন যাত্রায় প্রায়শই নানা ধরণের কলংকের শিকার হন। এই গবেষণায় সাক্ষাৎকার নেয়া বেশিরভাগ সারভাইভারই জানিয়েছেন তারা নানা ধরণের অভিমত, বৈষম্য, অপমান বা নিদেনপক্ষে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়েছেন তাদের আশেপাশের মানুষদের দ্বারা।

বাংলাদেশে সারভাইভাররা প্রায়শই সফলতাকে সমাজে অর্জিত সম্মান ও মাথা উঁচু করে বাঁচার ফ্রেমে ফেলে সংজ্ঞায়িত করে – এই প্রবণতা এমন পর্যায়ে যে তারা অভিবাসে ব্যর্থ হয়ে সমাজের চোখে নেতিবাচকতার শিকার হবার চাইতে সম্মানসহকারে দরিদ্রপীড়িত হয়ে বাঁচতে রাজি।

"আমার পরিচয় হয়ে উঠেছে একজন বিদেশফেরত, বা ব্যর্থ বিদেশফেরত; এই পরিচয়টি শুরুর দিকে ব্যাপক ঝামেলা সৃষ্টি করেছিল। প্রতিবেশীদের কাছে আমাকে বাজে কথা শুনতে হত এবং যেখানে কাজ খুঁজতে যেতাম সেখানেও। এই পরিচয় আমাকে কোনও কাজ খুঁজে পেতে দেয় নি, এমনকি কনস্ট্রাকশন সাইটে দিনমজুরের কাজ করাও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।"
(বাংলাদেশ, পুরুষ, সারভাইভার নং. ১১)

অপরদিকে ক্যাম্বোডিয়ায় খুবই কম সারভাইভার সমাজের সদস্যদের প্রচণ্ড মন্দ অভিমতের শিকার হয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন।

"আমার গ্রামের মানুষেরা আমাকে ক্যাম্বোডিয়ায় ফিরে আসতে দেখে খুবই খুশি হয়েছিল। অনেকটা এমন যে আমি মারা গিয়েছিলাম এরপর আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছি।"
(ক্যাম্বোডিয়া, নারী, সারভাইভার নং. ৪৩)

"আমার সমাজ আমাকে সফল হিসেবেই দেখে, সবাই বলেছে আমি অনেক সাহসী যে ওইখান থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছি। তারা আমাকে রোল মডেল হিসেবে দেখে কারণ আমি পরিশ্রমী এবং আমার পরিবারের দায়িত্ব নিয়েছি।"
(ক্যাম্বোডিয়া, পুরুষ, সারভাইভার নং. ৩৮)

প্রতিটা সমাজেরই কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা পাচারের অভিজ্ঞতা নিয়ে সারভাইভারদের অনুভূতিকে আকৃতি দেয়, এবং নির্ধারণ করে দেয় আশেপাশের মানুষদের সাথে কীভাবে তারা স্বাভাবিকভাবে যুক্ত হবেন। সারভাইভারদের জন্য কার্যকর সহায়তা ব্যবস্থা নির্মাণ করতে নিন্দা ও কলংক কীভাবে একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতে কাজ করে এ বিষয়ে গভীর বোঝাপড়া দরকার।

সফল পুনর্বাসনে কিসের অবদান রয়েছে?

সফল পুনর্বাসনকে তরাণ্বিত করতে সিস্টেমের পরিবর্তন আনার পথ চিহ্নিত করার জন্য এই সেকশনে আমরা সফলতাকে প্রভাবিত করে এমন ভিন্ন ভিন্ন কারণগুলোর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেছি।

শুধুমাত্র সঠিক দিকে একটু ঠেলে দেয়া যথেষ্ট নয়, আর্থিক সহায়তা এবং জীবিকার প্রশিক্ষণকে এমনভাবে ডিজাইন করা উচিত যাতে সেগুলো এটা আমলে নেয় যে সারভাইভাররা দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে আবদ্ধ এবং সফল পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে এই চক্র ভাঙতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে একজন সারভাইভারকে তার সামাজিক প্রেক্ষাপটের বিবেচনায় দেখা। এমন হস্তক্ষেপ প্রয়োজন না সারভাইভারদের অন্য যেকোনো স্বতন্ত্র ব্যক্তির ন্যায় বিচার করবে – যেমন বাজারের চাহিদা বিবেচনা না করে তাদের এমন সব কর্মদক্ষতা প্রদান করা যা অপ্রয়োজনীয় এবং কখনো ক্ষতিকারকও।

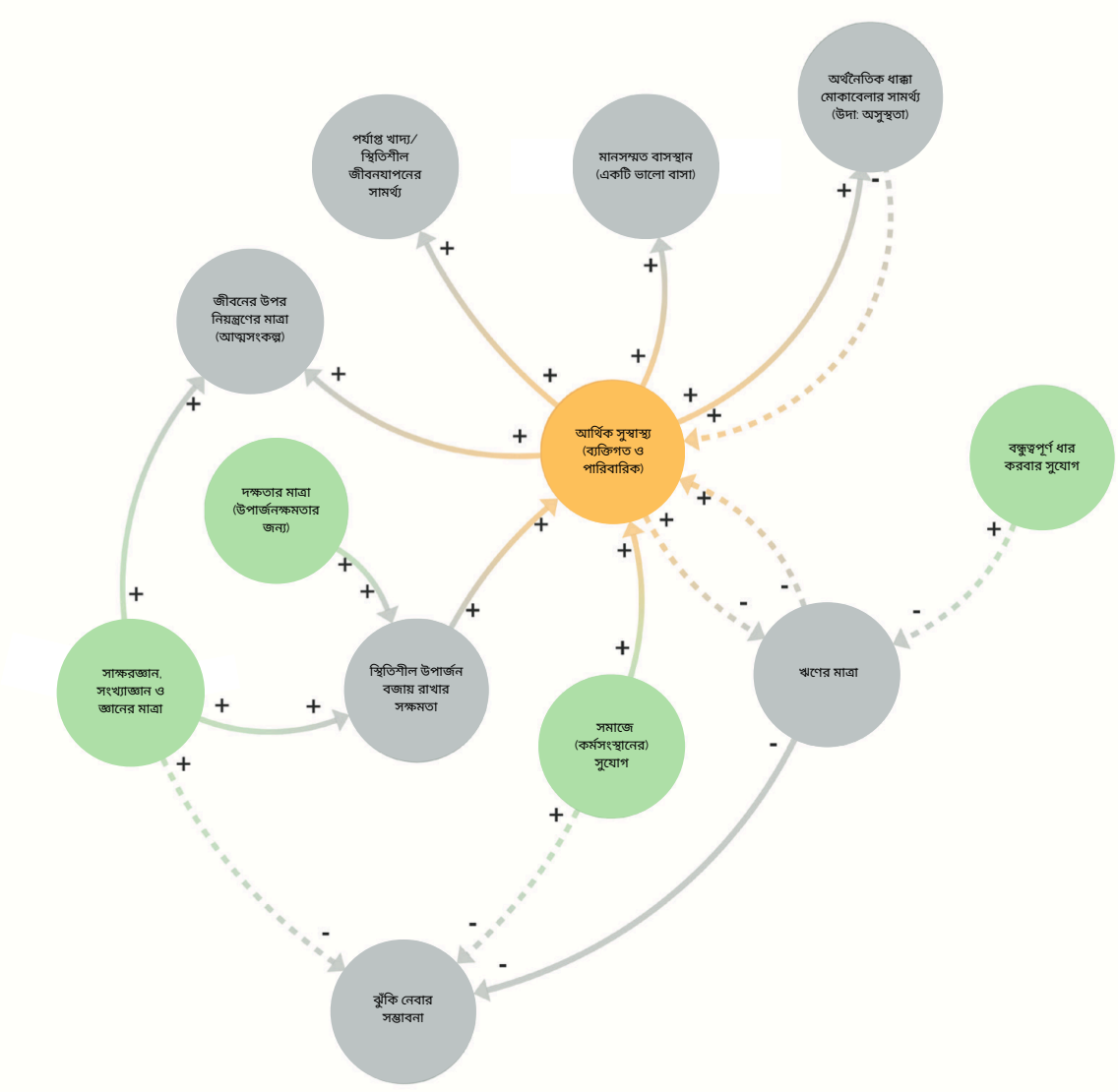

চিত্র ৩: আর্থিক স্বাস্থ্যের সাথে জড়িত কারণসমূহ

ঋণগ্রস্থতা এবং ক্ষুদ্র ঋণ

প্রায় সকল সারভাইভারই উল্লেখ করেছেন যে তাদের ঋণগুলো পরিশোধের সক্ষমতা অর্জন সফল পুনর্বাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ঋণ শুধুমাত্র একটি উপাদান নয় যা পুনর্বাসনে সফলতার নির্ধারক; উভয় দেশে সামাজিক গোষ্ঠীগুলোকে পীড়িত করা এবং পাচারকে চালিত করার পেছনে এটি একটি বৃহৎ কারণ।

অনেক কেসেই দেখা গেছে সারভাইভার বা তাদের পরিবারগুলো ক্ষুদ্রঋণ স্কিমের সদস্য ছিল। এই স্কিমগুলো এই ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয় যে অর্থায়নে প্রবেশাধিকারের মানুষকে দরিদ্রতা হতে মুক্তি পেতে সাহায্য করবে; বাস্তবে দেখা যায় যে অস্থিতিশীল ঋণের বোঝা দারিদ্র্য আরো বাড়িয়ে তোলে, এবং এই স্কিমগুলো নিজেরাও লুণ্ঠনমূলক হতে পারে।

ঋণের বোঝায় ডুবে যাওয়া হতে মুক্তি পেতে অনেক পরিবারই যা কিছু সম্পদ সম্ভব জড়ো করে একজন সদস্যকে বিদেশে কাজ করতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এমনটা করতে আবার তাদের সম্পূরক কিছু ঋণ নিতে হতে পারে। বৈধ উপায়ে অভিবাসন উচ্চমূল্যের হওয়ায় অনেক পরিবারই একজন দালালের মাধ্যমে অবৈধ উপায়ে বিদেশগমনের ব্যবস্থা করে। কোনোকিছু উলটপালট হলেই অভিবাসকারী ভঙ্গুর ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এরপর পাচার থেকে ফেরত আসার পর সারভাইভাররা প্রায়শই আরো বড় ঋণের মুখোমুখি হন, যেটা সফল পুনর্বাসনের পথে একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

ঋণের ভূমিকা বিবেচনা করলে এটা পরিষ্কার হয় যে চরম দারিদ্র্যের বৈশিষ্ট্যগুলো শুধুমাত্র পাচারকে প্রভাবিতই করে না,বরং সফল পুনর্বাসনে বাধা সৃষ্টি করে, সারভাইভার, তাদের পরিবার ও তাদের সামাজিক গোষ্ঠীকে চরম দরিদ্রতায় আবদ্ধ করে রাখে।

সক্ষমতা, সাক্ষরতা ও সুযোগের মেলবন্ধন

সাধারণভাবে, সারভাইভাররা অন্য দেশে স্বল্প-দক্ষ কায়িক শ্রমের সুযোগ খুঁজতে গিয়ে পাচারের শিকার হয়। দক্ষতাহীন মানুষদের অর্থ উপার্জনের পথ সীমিত হয়, অর্থাৎ তারা বেঁচে থাকার অর্থ উপার্জন করতে মাঝেমাঝে চরম ঝুঁকি নিতে বাধ্য হয়।

> **সবচেয়ে বড় সমস্যাটা আর্থিক সমস্যা... এরপর সমস্যা হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অভাব। আমি যেমন শিক্ষিত ছিলাম না; আমাকে বাসার বাইরে যেতে দিত না। আমি এমনকি আমার গ্রামের রাস্তাগুলো পর্যন্ত চিনতাম না। তাই আমাকে ঠকানো খুব সহজ ছিল।"**
> **(বাংলাদেশ, নারী, সারভাইভার নং. ৮)**

সারভাইভারদের ভালো জীবিকার সুযোগ তৈরি করতে পারে এমন দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করা সমাজকর্মীদের মধ্যে নিত্যসাধারণ ঘটনা। কিছু সমাজকর্মী আমাদের এটাও জানান যে কখনো কখনো সারভাইভারদের সাথে সংযোগ স্থাপন কঠিন হয়ে থাকে, এবং কেউ কেউ ঝরেও পড়ে বা প্রশিক্ষণ থেকে কোনো লাভ অর্জন করতে পারে না। আমাদের গবেষণা প্রস্তাব করে যে এমনটা ঘটতে পারে যখন সারভাইভাররা লিখতে বা পড়তে পারে না, কারণ সাক্ষরতার ঘাটতি সক্ষমতা প্রশিক্ষণকে খুবই কঠিন করে তোলে, ক্ষেত্রবিশেষে অধিগম্যতাই থাকে না।

"আমার বাবা-মা ও আমি অশিক্ষিত ছিলাম; জালিয়াতি কী এ বিষয়ে কোনো ধারণা আমাদের ছিল না।"
(ক্যাম্বোডিয়া, নারী, সারভাইভার নং. ৪৭)

সারভাইভারদের দেয়া অনেক সহায়তা পরিষেবা মানসিক স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার চেষ্টা করে। কিন্তু যে সারভাইভারের গুরুতর মানসিক চিকিৎসা প্রয়োজন সে হয়ত সক্ষমতা প্রশিক্ষণ থেকে তেমন লাভবান হবে না। একই সময়ে সক্ষমতা প্রশিক্ষণের সহায়তা সারভাইভারদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির কারণও হতে পারে। সারভাইভাররা আমাদের জানিয়েছেন যে সময়ের সাথে সাথে তারা এরূপ দ্বিধাদ্বন্দের ভেতর দিয়ে গেছেন।

একইসাথে নতুন দক্ষতাও সবসময় চাকরি নিশ্চিত করে না। আমাদের ঘুরে দেখা অনেক সামাজিক গোষ্ঠীতেই আমরা লক্ষ্য করেছি স্থানীয় অর্থনীতি খুবই সীমিত ও নিম্নগামী। এই অধ্যয়নের অনেক সারভাইভারই আবারও সুযোগ পেলে পরিযাণের কথা ব্যক্ত করেছেন – হোক তা বড় কোনো শহরে, কিংবা বর্ডার পাড়ি দিয়ে দেশান্তরে।

পরিবার, সমাজ, ও সামাজিক রীতিনীতি

প্রতিটা সমাজেই কিছু সামাজিক রীতিনীতি বিদ্যমান থাকে যা মানুষের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতাকে রূপ দেয়। যেমন সমাজের সামষ্টিকতায় ব্যক্তির স্বতন্ত্র ভূমিকা, অথবা, সমাজের দৃষ্টিতে নারী বা পুরুষ হবার অর্থ কী। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে পুনর্বাসনে সারভাইভারের অভিজ্ঞতাকে নির্দিষ্ট কিছু সামাজিক রীতিনীতি কীভাবে রূপকার করে।

"আমি এখনো ভীত যে আমার ছেলেকে আবার আমার থেকে কেড়ে নেয়া হবে। আমি আরো ভীত ছিলাম এ ভেবে যে আমার পরিবার আমাকে চীনে আমার স্বামীর সাথে থাকতে বাধ্য করবে।"
(ক্যাম্বোডিয়া, নারী, সারভাইভার নং. ২৭)

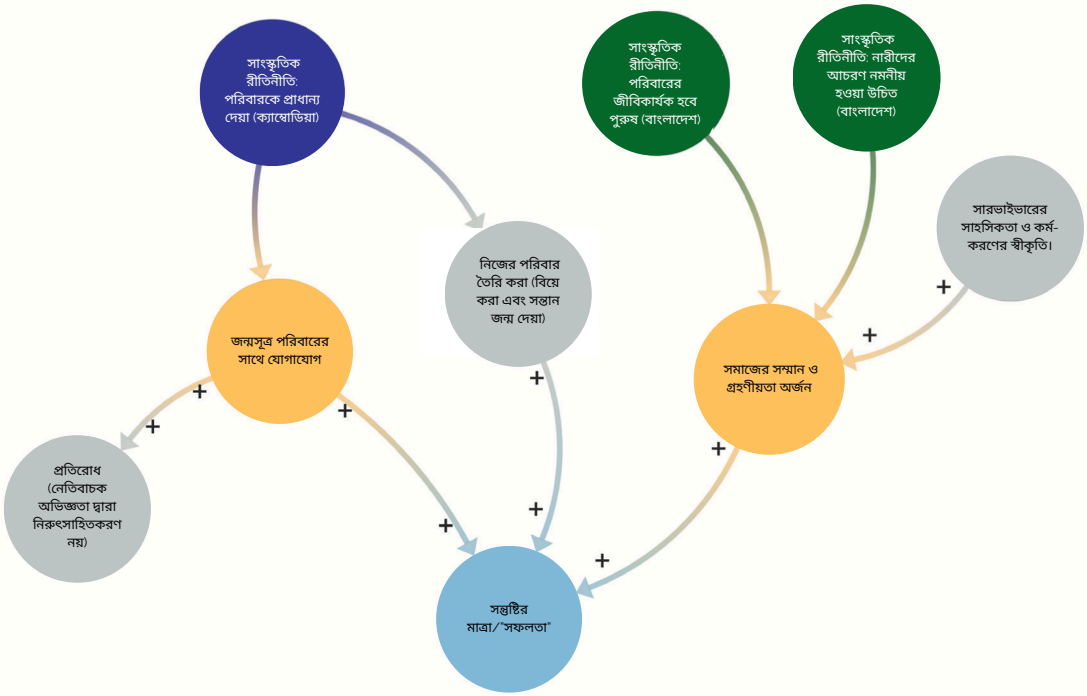

চিত্র ৪: পরিবার ও সামাজিক রীতিনীতির সাথে জড়িত কারণসমূহ

বাংলাদেশে নারী সারভাইভাররা জানিয়েছেন যে তারা অপমান ও কুসংস্কারের শিকার হয়েছেন, কারণ তারা সমাজপ্রদত্ত "ভালো মেয়ে"র ধারণার প্রতিফলন ঘটাতে পারেন নি। পুরুষ সারভাইরভাররাও জানিয়েছেন যে তারা পুরুষের উপর অর্পিত পরিবারের অন্নসংস্থান করার দায়িত্ব পালন করতে পারেন নি বলে সমাজের খোঁটা ভোগ করেছেন।

ক্যাম্বোডিয়া ও বাংলাদেশ উভয় দেশেই নারী ও পুরুষের সামাজিক অভিজ্ঞতা অত্যন্ত লিঙ্গভিত্তিক। সমাজ ও পরিবারে একজন মানুষের পুনর্বাসনের চিত্র কেমন হবে তা নির্ধারণে লিঙ্গপরিচয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে সারভাইভাররা যে কুসংস্কার ও সামাজিক বর্জনের শিকার হন তা অত্যাবশ্যকীয়ভাবে তাদের পাচারের অভিজ্ঞতার ফলাফল নয়, বরং পাচারের এই অভিজ্ঞতার কারণে সে সমাজনির্ধারিত লিঙ্গভিত্তিক রীতিনীতি মেনে চলতে ব্যর্থ হন বলে তাকে সামাজিক বর্জনের মুখোমুখি হতে হয়। সমাজের মতাদর্শ মোতাবেক "স্বাভাবিকতা" বজায় রাখতে না পারলে তা বর্জন প্রক্রিয়াকে তরিৎবেগ দেয় যা শেষমেশ পাচার অভিজ্ঞতালব্ধ ট্রমাকে বাড়িয়ে তোলে।

"কক্সবাজারে বেশিরভাগ মানুষ মনে করে যে নারী ভিকটিমরা সমাজের অন্য মেয়েদের জন্য ক্ষতিকারক।"
(বাংলাদেশ, পুরুষ, সারভাইভার নং. ১)

উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের সামাজিক গোষ্ঠিগুলোর অনেক সদস্যই জানত না যে অভিবাসন মানবপাচারে রূপ নিতে পারে। তাই তারা পাচার সারভাইভারদের বিচারের মুখে ফেলত কারণ তারা পরিবারের অন্নসংস্থানে ব্যর্থ হয়েছে। এটা একইসাথে স্পষ্ট করে যে নিজের গল্প মানুষের সাথে ভাগ করে নেয়া কতটা জরুরি। কারণ সমাজের মানুষেরা সারভাইভারের অভিজ্ঞতাকে যত ভালোভাবে বুঝতে ও সহমর্মী হতে পারবে তত কার্যকরভাবে এই অপমান ও কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে মুক্তি মিলবে।

বাংলাদেশে নারী সারভাইভারদের দশটি সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে সামাজিক চাপ ও বর্জনের কারণে আত্মহত্যা করবার তাড়না। এই নারীগণ এও জানান যে সহায়তা গ্রুপগুলো সামাজিক গ্রহণীয়তা ও সুস্থতা অর্জনে তাদের অনেক সাহায্য করেছে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে যেখানে এক ধরণের সামাজিক নিয়ম মানুষকে বর্জনের দিকে নিয়ে যায়, সারভাইভাররা আরো সহযোগিতাপূর্ণ রীতিনীতি প্রবর্তনের মাধ্যমে বিকল্প ব্যবস্থা তৈরি করতে পারে। ক্যাম্বোডিয়ায় সারভাইর, সমাজ কর্মী, পরিবার বা সমাজের সদস্যরা কেউই আত্মহত্যার কথা উল্লেখ করেন নি।

"কখনো কখনো আমার মনে হত আমি আত্মহত্যা করে ফেলতে পারবো। এটাই তখন একমাত্র সমাধান ছিল। আমি এক সমুদ্র ঝামেলার মাঝখানে ছিলাম।"
(বাংলাদেশ, নারী, সারভাইভার নং. ১৬)

মানসিক স্বাস্থ্যের সক্রিয়করণকারী ও বাধাদানকারীগণ

সারভাইভাররা তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের সাথে জড়িত অনেকগুলো উপাদানের কথা বলেছেন (চিত্র ৫ এ প্রদর্শিত)। নানাধরণের সহিংস অভিজ্ঞতাকে ট্রমাটিক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কিছু সারভাইভার প্রহার ও শারিরীক লাঞ্ছনার শিকার হএয়ছে। কেউ কেউ তাদের পাচারকারীদের থেকে হুমকি অভিজ্ঞতা করেছেন – তারা সাধারণত হন দালাল, মনিব অথবা স্বামী। বেশিরভাগ সারভাইভারই বলেন যে ফিরে আসার পর তাদের সামাজিক জীবনে স্বাভাবিক হতে অনেক সময় লেগেছে, যেমন: বাড়ির বাইরে বের হওয়া, কাজের খোঁজ করা এমনকি পরিসেবা প্রদানকারীদের সাথে কথা বলা। অনেকেই জানিয়েছেন নিয়মিত দুঃস্বপ্নের কথা তাদের অভিজ্ঞতাকে ঘিরে, তাদের পাচারকারী আবার তাকে খুঁজে বের করে ফেলেছে – এ ধরণের দ্বঃস্বপ্ন।

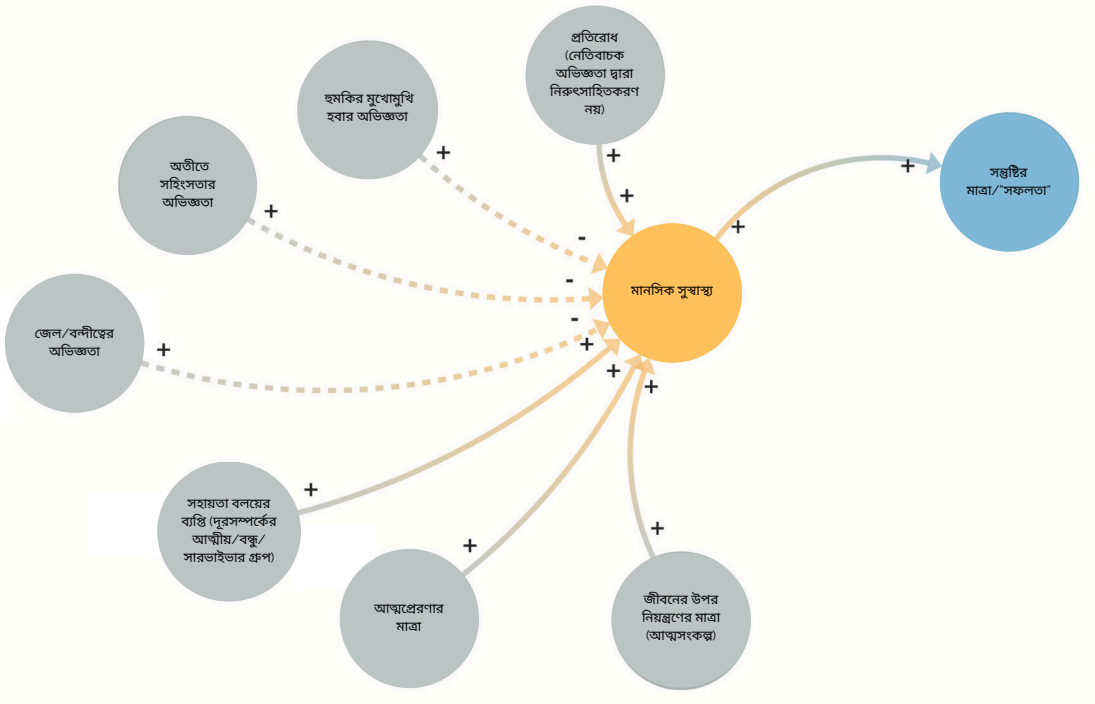

চিত্র ৫: মানসিক স্বাস্থ্যের সাথে জড়িত উপাদানসমূহ

এমন অনেক নজির আছে যেখানে ক্যাম্বোডিয়া থেকে আসা মানুষেরা থাইল্যান্ডে গ্রেফতার বা বন্দীদশার শিকার হয়েছেন, অভিবাসনো শ্রম আইন ভঙ্গ করার দায়ে অপরাধী হিসেবে গণ্য হয়েছেন। তারা জানিয়েছেন যে বন্দীদশার অভিজ্ঞতা খুব উচ্চমাত্রায় ট্রমাটিক। বন্দীদশা বা কারাবাসের পর পুনর্বাসনকে অন্যান্য যেকোনো পাচারের পর পুনর্বাসনের মতই খুব সংবেদনশীলতার সাথে বিবেচনা করা উচিত।

"আমি মাঝেমাঝে স্বপ্ন দেখতাম আমি আবার জেলে ফিরে গেছি, এরকম ধাক্কায় আমার ঘুম ভাঙতো।" (ক্যাম্বোডিয়া, পুরুষ, সারভাইভার নং. ৪৬)

পরিবারের নিকটতমের সংস্পর্শ সারভাইভারের সাফল্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এটা আগেই ধারণা করে ফেলা উচিত নয় যে পরিবারের মাঝে কোনোধরণের অস্বাস্থ্যকর সম্পর্ক অনুপস্থিত। পরিবারের দ্বারা বর্জনের শিকার হওয়া সারভাইভাররা বৃহত্তর সহায়তা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন, যা পরিশেষে তাদের সুস্থ হয়ে ওঠা এবং মানসিক সুস্বাস্থ্য অর্জন করতে ভূমিকা রেখেছে।

"আমি যখন আমার বাসায় ফিরে আসি আমার বাবা মা আমাকে গ্রহন করেন নি। আমাকে আমার চাচাতো ভাইয়ের বাসায় থাকতে হয়েছে। এরপর আমি আমার সন্তানের জন্ম দেই।" (বাংলাদেশ, নারী, সারভাইভার নং. ৩)

ন্যায়বিচারের খোঁজে কন্টকময় পথ

যদিও সারভাইভাররা জানান যে তাদের সফল পুনর্বাসনে ন্যায়বিচার পাওয়া অবশ্যই অবদান রাখবে, এরপরও বাংলাদেশ ও ক্যাম্বোডিয়ার সারভাইভাররা ন্যায়বিচার পাবার আশা তেমন রাখেন নি।

ক্যাম্বোডিয়াতে, যেখানে সর্বদা কোনো সংস্থার সহযোগিতায় সহায়তা কার্যক্রম চালানো হত, সেখানে সারভাইভাররা জানান তাদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে খুব সামান্য অর্থ পান এবং সেটাই তাদের জন্য অনেক উপকারী ছিল। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এসমস্ত কেসগুলো হয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, নয়ত দীর্ঘসূত্রতায় ঝুলতে থাকে। দেখা যাচ্ছে যে ন্যায়বিচারে গম্যতা বেশ দূর্লভ এবং অর্জন করাও কঠিন, এবং এটি পেতে হলে একটি অবস্কুত্বপূর্ণ আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এর অর্থ দাঁড়ায় যে সারভাইভারদের কাছে ন্যায়বিচার পাওয়াটা কখনো বাস্তবিক মনে হয় নি যা তারা নিজে নিজে অর্জন করতে পারবে।

"গরিবের জন্য কোনো আইন নাই।"
(বাংলাদেশ, নারী, সারভাইভার নং. ৪)

অনেকে উল্লেখ করেছেন যে দালালদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নিতে গেলে প্রতিশোধের বিপদ ডেকে আনা হয়। দালাল ব্যবস্থ খুব জটিল একটি বিষয়, যেখানে একটি বিস্তৃত সরবরাহ চেইনে ভিন্ন ভিন্ন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পালন করে থাকে। কখনো কখনো একজন দালাল তার আশেপাশের মানুষদের জন্য সৎ চিত্তেই কাজ করে, অন্য সময়ে দেখা যায় দালাল সচেতনভাবে তার কৃতকর্ম সম্পর্কে অবগত, কিন্তু দেখা যাচ্ছে সারভাইভারের সাথে তার নিকট আত্মীয়তা, অথবা স্থানীয় কোনো প্রতিনিধির সাথে।

বাংলাদেশে কোনো আইনী ব্যবস্থা নেয়ার সাথে নেতিবাচক দ্যোতনা যুক্ত, সামাজিক মর্যাদার ক্ষতিসাধন করে এমন ধারণা প্রচলিত। একজন নারী ব্যাখ্যা দেন: **"আমি যদি মামলা দাখিল করি, সমাজে অনেক ধরণের কথা শুরু হবে, আমি কী করেছি, কেন করেছি, এধরণের প্রশ্ন আসতে থাকবে। এজন্য আমি কোনো মামলা দেই নি, নিজের আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য। আমার মতে ন্যায়বিচার পাওয়া হত না, শুধু শুধু আমার ওজন কমত, মর্যাদাহানি হত... এজন্য মামলা না দেয়াই ভালো।"**

পরিশেষে, সারভাইভারদের নিজেদেরই আইনী ব্যবস্থা নেয়ার ব্যয়/বিপদ হিসাব করে নিজেদেরই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সারভাইভারদের সফল পুনর্বাসন অর্জনে সহায়তা পাবার ক্ষেত্রে আইনী ফলাফলের ব্যাপক প্রচ্ছন্ন সম্ভাব্যতা রয়েছে। এরপরও, সংশ্লিষ্ট আইনী ও সামাজিক সিস্টেমকে সুলভ সহায়তা উৎস হতে হলে ভিন্নভাবে কর্মসাধন করতে হবে।

"পুলিশের থেকে লাঞ্চনার শিকার হওয়া সাধারণ ঘটনা। বেশিরভাগ সময় আদালতের রায় পাচারকারীর পক্ষেই হয়। প্রশাসন আমাদের হয়রানি করে।"
(বাংলাদেশ, পুরুষ, সারভাইভার নং. ২)

অন্যান্য দৃষ্টিকোণের সাথে যূথবদ্ধকরণ

যদিও এই গবেষণাটি সারভাইভারদের দৃষ্টিকোণ থেকে নির্মিত; আমরা সারভাইভারদের আশেপাশের মানুষদের সাথেও কথা বলতে সক্ষম হয়েছি মূল কারণসমূহ ও কার্যকরণের পথ শনাক্তে অতিরিক্ত তথ্য পাওয়ার আশায়। এই সেকশনে আমরা উপস্থাপন করব পরিবার, সমাজের সদস্য ও সমাজকর্মীদের থেকে আমরা কী কী শিখতে পেরেছি।

পরিবারের সদস্যদের থেকে শিক্ষা

ক্যাম্বোডিয়াতে আমরা দেখেছি যে সারভাইভাররা নিজেদের স্বাধীন স্বত্তা হিসেবে চিহ্নিত করেন না, বরং পরিবারের একটি ইউনিট বা অংশ হিসেবে দেখে। এই ক্ষেত্রে তাই এটা বোঝা দরকার যে পুনর্বাসন শুধুমাত্র একটা সারভাইভার অভিজ্ঞতা করেন না, বরং পুরো পরিবার এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায়। এটা ইঙ্গিত দেয় যে ক্যাম্বোডিয়ার ক্ষেত্রে সফলতা অর্জনে পরিবারের সদস্যদের সহায়তা অত্যাবশ্যকীয়।

যদিও মনে হতে পারে সফলতার জন্য পরিবার অবিসংবাদিত উপাদান, কিন্তু সারভাইভাররা পরিবারকে ত্রুটিমুক্ত বা সংগ্রামহীন হিসেবে উত্থাপন করেন নি। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে পরিবারই তাদেরকে পাচারের পথে ঠেলে দিয়েছে এমন ঘটনাও বিদ্যমান। এই পরিকাঠামোগুলো কীভাবে সারভাইভাররা পুনর্বাসিত হবেন তার আকৃতিদান করে, কিন্তু কখনোই সফলতাকে বাদ দিয়ে দেয় না এবং পরিবার ছাড়া পুনর্বাসিত হতে প্ররচিতও করে না।

পরিবার সারভাইভারদের সাহায্য করতে অতিরিক্ত ঝুঁকি নেয় এবং দারিদ্র ও ঋণগ্রস্থতার ফাঁদে আরো বেশি আটকা পড়ে। একটি কেসে পরিবার বর্ণনা দেয় কীভাবে তারা জানতে পারে তাদের ছেলে থাইল্যান্ডে অভিবাসী আইন ভঙ্গের দায়ে কারাবদ্ধ হয়েছে। তারা জমিজমা বিক্রি করে থাইল্যান্ডে ছেলের কাছে ছুটে যায়। মুক্তি পাবার পর এই সারভাইভার এবং তার পরিবারকে নতুন করে সবকিছু শুরু করতে হয়েছে।

আমরা দেখেছি যে অনেক গৃহস্থালিরই একাধিক সদস্য কাজের জন্য অভিবাসে গেছেন। কিছু কেসে এমন হয়েছে যে একজন সারভাইভার পুনর্বাসিত হওয়ার চেষ্টায় আছেন এবং তিনি জানেন যে তার পরিবারেরই আরেকজন অন্য কোনো জায়গায় পিড়িত হচ্ছে। এভাবেই একটি পরিবারে পাচার ও পুনর্বাসন একীভূত হতে পারে, যা শেষমেশ ভঙ্গুরতা, ঝুঁকি নেয়া এবং কষ্টের পুনরাবৃত্তি ঘটায়।

সমাজের সদস্য ও সমাজপতিগণ

ক্যাম্বোডিয়াতে সমাজের সদস্যরা সাধারণত সারভাইভারদের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। যদিও এটা তাদের কাছে সর্বদা পরিষ্কার নয় যে সারভাইভাররা ঠিক কোন বিষয়টি অভিজ্ঞতা করেছিল যেটা “মানবপাচার”। যেসমস্ত স্থানে “পাচার” বিষয়ে বোঝাপড়ায় স্পষ্টতা ছিল, তা মূলত সেসব এলাকায় সচেতনতা সৃষ্টিতে এনজিওগুলোর স্বতঃফূর্ত উদ্দ্যোগ। তাদের সচেতনতার বাইরেও, সমাজের সদস্যরা সারভাইভারের ট্রমা সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্যভাবে চিন্তাশীল ও সহানুভূতিশীল ছিলেন।

কিছু স্থানীয় কর্তাব্যক্তি যাদের সাথে ক্যাম্বোডিয়ায় আমরা কথা বলেছি তারা তাদের গ্রামে পাচারের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে খোলামেলা আলাপ করেছেন। তারা অকপটে কথা বলেছেন এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে মৌলিক দারিদ্র্য এবং ভঙ্গুর অবস্থা মোকাবেলা করতে বৃহত্তর সম্পদ প্রেরণের তাগাদা দিয়েছেন এবং বৈধভাবে অভিবাসনে সহযোগিতার অনুরোধ জানিয়েছেন। কিছু কর্তাব্যক্তি পাচারের বৈশিষ্ট্যগুলো বুঝতে ভুল করেছেন, শুধুমাত্র চিনতে পেরেছেন পাচারের চূড়ান্ত রূপগুলোকে। এই নিম্ন পর্যায়ের সচেতনতা ভুক্তভোগীদের কার্যকর শনাক্তকরণে গুরুতর চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে। অর্থাৎ অনেক সারভাইভারই তাদের প্রাপ্ত পরিসেবায় প্রবেশ করতে পারবে না।

"যদি একজন ভুক্তভোগী বুঝতে না পারেন যে তিনি পাচারের শিকার হয়েছেন, সম্ভাবনা রয়েছে যে তিনি আবার পাচারের শিকার হবেন। মানব পাচারের সম্পূর্ণ চিত্রটা তার সামনে তুলে ধরা গুরুত্বপূর্ণ। তাদের সঠিকভাবে বোঝা প্রয়োজন।"
(বাংলাদেশ, পুরুষ, সারভাইভার নং. ২)

স্থানীয় কর্তাব্যক্তি ও সমাজের সদস্যদের সাথে আলাপচারিতায় উন্মোচিত হয় যে পাচার কিংবা পুনর্বাসন কোনোটিই ব্যক্তির সাথে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সংঘটিত হয় না। এই গ্রামগুলোতে ভঙ্গুরতা বিস্তৃতভাবে বিরাজ করছে। এবং যে ক্ষমতাসমূহ মানুষজনকে পাচারের মুখে ঠেলে দিয়েছিল সেই ক্ষমতাসমূহই সফল পুনর্বাসনে বাধা সৃষ্টি করে, কারণ এই ক্ষমতাসমূহ পুরো সমাজের নানান স্তরজুড়ে বিদ্যমান।

সমাজকর্মীদের থেকে শিক্ষা

সাক্ষাৎকারকৃত সমাজকর্মীদের ভেতর একটি সাধারণ প্যাটার্ন পাওয়া যায় যেখানে সকলেই সফল পুনর্বাসনকে অত্যন্ত জটিল একটি ধাঁধা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ক্যাম্বোডিয়ার সমাজকর্মীগণ সারভাইভারদের কথাগুলোই প্রতিধ্বনিত করেছে – পরিবার এবং অর্থ উপার্জনের উৎসই সফল পুনর্বাসনের প্রধান উপাদান। একটি কার্যকর জীবিকার মাধ্যমে সারভাইভারদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করা মূলত এমন একটি বিষয় যা সকল সাক্ষাৎকারে উপস্থিত ছিল এবং এটি আমাদের সাথে আলাপকৃত সকল সংস্থার সব পরিসেবার সাথেই সংযুক্ত।

যদিও আমরা যেসকল সমাজকর্মীর সাথে কথা বলেছি সকলেই সারভাইভারদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করেছেন এবং সকলেরই পুনর্বাসনকালে মুখোমুখি হওয়া জটিল ও কঠিন সমস্যাগুলোর ব্যাপারে গভীর বোঝাপড়া রয়েছে, এরপরও কিছু কর্মী পাওয়া গেছে যাদের জন্য সারভাইভারদের কৃতকাজ ও সিদ্ধান্তগ্রহণ বুঝে ওঠা কষ্টকর। উদাহরণস্বরূপ, সমাজকর্মী যাদের সাথে আমরা কথা বলেছি তাদের মনে একটি ধারণা গভীরভাবে প্রোথিত যে সফল পুনর্বাসন অর্থ পুণঃঅভিবাস পরিহার। অনেক সারভাইভার পরিবারের গুরুত্বের কথা বলার পরই তাদের স্বপ্নের জীবন পেতে ঝুঁকি নেয়ার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন, কখনো তা বিদেশে জীবনযাপন।

আমাদের দেখা মতে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া কীভাবে কাজ করা উচিত এবং কীভাবে কাজ করা সম্ভব সে বিষয়ে সমাজকর্মীদের নিজস্ব একটি অবস্থান রয়েছে, রয়েছে ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং নিজস্ব দৃষ্টিকোণ।

"শিক্ষার এখানে ভূমিকা রয়েছে, কারণ ভালো চাকরি পেতে শিক্ষার দরকার। প্রায়শই সারভাইভাররা ভালো চাকরির প্রত্যাশা করে কিন্তু দেখা যায় তাদের যথেষ্ট পড়াশোনা নেই।" (বাংলাদেশ, সমাজকর্মী নং. ৯)

এই গবেষণাটি সফলতার সংজ্ঞায়নে সারভাইভারদের কণ্ঠ এবং দৃষ্টিকোণ ধারণ করা এবং তার উপর গুরুত্বারোপের চেষ্টা করেছে। এরপরও এটি জেনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে তাদের কণ্ঠ এখনো প্রকট হয়ে ওঠেনি, এবং অ্যাডভোকেটদের কণ্ঠস্বর, তা যতই আন্তরিক হোক না কেন, তা কখনোই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থের কণ্ঠ পুরোপুরি চ্যানেল করতে পারে না।

উপসংহার

সারভাইভারদের দৃষ্টিকোণ ও আকাঙ্খাকে মাঝে রেখে পুনর্বাসনের আলোচনাকে পুনঃকেন্দ্রীকরণ কীভাবে পুনর্বাসন কাজ করে এবং কীভাবে এটি অন্যান্য বড় বড় সিস্টেম্যাটিক ইস্যু যেমন দারিদ্র্য, অভিবাস, স্বাস্থ্য ও লিঙ্গবৈষম্যের সাথে অবস্থান করে সেবিষয়ে গভীর বোঝাপড়া অর্জনে সহায়তা করে।

আমরা সারভাইভারদের তাদের ট্রমা থেকে নিরাময়ে, তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে, প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে এবং উন্নত জীবিকা অর্জনে সহায়তা করার জন্য পরিষেবাগুলির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করি। বিভিন্ন ধরণের সহায়তায় আর সম্পদ প্রয়োজন এবং তা কার্যকর হবে – যদি বিশেষ করে এই পরিসেবাগুলো যত্নসহকারে এবং সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্যভাবে প্রদান করা হয়। আর যাই হোক, পুনর্বাসনকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার কোনো সুযোগ নেই, এবং একে অবশ্যই একটি সরলরৈখিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

সারভাইভাররা যখন চরম দরিদ্র অবস্থা থেকে আসে, তখন সেই অবস্থায় পুনরায় ফিরে যাওয়া কখনোই সফল পুনর্বাসন হতে পারে না। যে পরিকাঠামো মানুষকে দারিদ্র্যের ফাঁদে আটকে রাখে তাদের রুখে দিতে পরিসেবা নকশার জন্য এই পরিকাঠামো বোঝা প্রয়োজন। সফল পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে অভিবাসন ও পুনঃঅভিবাসনকে একেবারে বাদ দিয়ে দিলে চলবে না। যে আইনী, নীতিনির্ধারনী প্রণোদনা কাঠামো মানুষকে সুযোগের খোঁজে ভ্রমণে তাড়িত করে, এবং যেটা হয় বিপজ্জনক ও ভঙ্গুর উপায়ে, এসব সেসমস্ত কাঠামো মোকাবেলা করার জন্য কার্যকর পরিসেবা ও ভুক্তভোগীদের পক্ষে লড়াই করতে এই উপায়গুলো বোঝা প্রয়োজন।

পরিসেবাদানকারী ও সমাজকর্মীগণকে একটি উন্নত জীবন ও সমাজ তৈরি করতে সারভাইভারদের পাশাপাশি একসাথে হাঁটতে হবে – এর অর্থ হচ্ছে একমাত্র পরিসেবাকেন্দ্রীক মানসিকতা প্রতিরোধ করা, কারণ এটি অন্যায়ভাবে সারভাইভারদের পরোক্ষ গ্রহীতা হিসেবে পরিগণিত করে এবং অকৃতজ্ঞ হিসেবে তাদের চিত্রায়ন ঘটে। এই প্রতিটি ক্ষেত্রে, আমাদের আবিষ্কারগুলো কীভাবে এই চ্যালেঞ্জগুলোকে আরও কার্যকরভাবে সারভাইভারদের সহায়তা করতে পারে তার জন্য তৈরিকৃত সুপারিশগুলোকে সমর্থন করে।

সুপারিশ

সাধারণ	সুনির্দিষ্ট
উন্নত আর্থিক পরিসেবা ও ঋণের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে, বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলে যেখানে ভঙ্গুর অবস্থা বিদ্যমান, মানুষ যেখানে নিরক্ষর হতে পারে।	**সরকারদের জন্য:** • সর্বগ্রাসী ক্ষুদ্রঋণ পরিসেবাগুলো বিলুপ্ত করতে নিয়ন্ত্রক নীতিনির্ধারণীগুলো পুনর্বিন্যাস করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, পরিসেবা মূল্য স্বচ্ছ ও নৈয়ায়িক করতে কাজ করা এবং ভোক্তা নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উপযুক্ত ঋণ সংগ্রহের অনুশীলন। • সবচেয়ে ভঙ্গুর অবস্থায় থাকা মানুষদের বন্ধুত্বপূর্ণ ঋণের ব্যবস্থা করতে অন্যান্য আর্থিক সংস্থাগুলোকে প্রণোদনা প্রদান করতে হবে। **এনজিওগুলোর জন্য**: • সারভাইভারদের জন্য সর্বোত্তম ঋণের সুযোগ শনাক্ত করতে হবে এবং জেনে বুঝে আর্থিক সহায়তা নেয়ার সুবিধার্থে তথ্যপ্রদানে স্বচ্ছ হতে হবে। • সংখ্যাজ্ঞান প্রশিক্ষণ ও অর্থব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ আয়োজনের মাধ্যমে লুণ্ঠনমূলক ঋণ বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করতে হবে যা আরও ভাল সঞ্চয় এবং ব্যয়ের অগ্রাধিকার নিশ্চিতে সহায়ক হবে।
সারভাইভারদের পরিবারের একক ইউনিট হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে, এবং এটি সেসকল হস্তক্ষেপকে অকার্যকর করে ফেলতে পারে যা সারভাইভারদের স্বতন্ত্র বিবেচনা করে।	**সরকারদের জন্য:** • সারভাইভারদের তাদের পরিবারের সাথে সংযুক্ত থাকার প্রয়োজনীয়তাকে অগ্রাধিকার ও সমর্থন দিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, আশ্রয়কেন্দ্রে থাকা সারভাইভারদের তাদের পরিবারের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য অতিরিক্ত পরিদর্শন বা ফোনকলের প্রয়োজন হতে পারে। **এনজিওগুলোর জন্য:** • যেখানে সম্ভব, সারভাইভারদের লক্ষ্য করে নির্দিষ্ট হস্তক্ষেপগুলোর ব্যপ্তি (উদাহরণস্বরূপ, সক্ষমতা বা সাক্ষরতা প্রশিক্ষণ) পুরো পরিবার জুড়ে হওয়া উচিত।

সমাজের গভীরে প্রোথিত বন্ধুত্বপূর্ণ সামাজিক রীতিনীতির মাধ্যমে ক্ষতিকর রীতিগুলো প্রতিহত করতে হবে।	**সরকারদের জন্য:** • একটি নীতি অগ্রাধিকার হিসাবে পাচার সম্পর্কে সম্পষ্ট বিবৃতি দিতে হবে। এই ধরনের নীতিগুলির প্রত্যক্ষ প্রভাব ছাড়াও, তারা অসহায়ক রীতিনীতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী এবং মনোভাব পরিবর্তনে অবদান রাখতে পারে এবং নিন্দা ও বৈষম্য কমাতে আচরণের পরিবর্তনকে উন্নীত করতে পারে। **এনজিওগুলোর জন্য:** • সাংস্কৃতিক চ্যানেলগুলোর মাধ্যমে রীতিনীতির মোকাবেলা করতে হবে – হতে পারে তা শিশুদের বই, মুভি, বা শর্টফিল্মের মাধ্যমে, যা মানুষকে সহানুভূতিশীলতা ও সারভাইভাদের প্রতি গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করবে।
ট্রমাকে শত শত ইস্যুর মধ্যে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে এবং নিরাময়ে সচেষ্ট হতে হবে।	**সরকারদের জন্য:** • সারভাইভারদের পুনর্বাসনে সহায়ক হবার ক্ষেত্রে ট্রমা বিষয়ে পেশাদার মনোবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ ও কুশলী বিশ্চিত করতে হবে। **Fএনজিওগুলোর জন্য:** • সহায়তা নেটওয়ার্কগুলো সঠিক স্থানে থাকা ও প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে (উদাহরণস্বরূপ, সারভাইভারদের গ্রুপগুলো সাজানোর মাধ্যমে বা সহায়তা হটলাইন চালু করার মাধ্যমে সারভাইভারদের কথা শোনা এবং বোঝার ব্যবস্থা করতে হবে)। • মনস্তাত্ত্বিক কাউন্সেলিং এর উপর সমাজকর্মীদের নিয়মিত ও চলমান প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদান করতে হবে, সারভাইভারদের মানসিক স্বাস্থ্যে প্রবেশাধিকার ও কার্যকরভাবে সহযোগিতা ও সুপারিশ প্রদান করতে সুদক্ষ হওয়া এবং জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন আছে।

যেহেতু অনেক সারভাইভারই কিশোরকালে স্কুল থেকে ঝরে পড়ে, দক্ষতা প্রশিক্ষণের বাইরেও সহযোগিতা, যেমন সাক্ষরতা ও সংখ্যাজ্ঞান, ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্ম দিতে ও উপার্জনে সহায়ক হতে অতীব প্রয়োজনীয়।	**সরকারদের জন্য:** • প্রাপ্তবয়স্ক যারা তাদের শিক্ষা সম্পন্ন করতে চান, তাদের জন্য সে পথপ্রদর্শন করা, বিশেষ করে সাক্ষরতা ও সংখ্যাজ্ঞান, সম্ভব হলে বৃত্তি সহকারে। **এনজিওগুলোর জন্য:** • বিদ্যমান দক্ষতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর পাশাপাশি যেসকল সারভাইভারের সাক্ষরতা ও সংখ্যাজ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে তাদের শনাক্ত ও মূল্যায়ন করতে হবে। সম্ভব হলে বৃত্তি সহকারে সারভাইভারদের এসব ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করতে হবে।
এলাকাগুলোতে যে কারণগুলো চরম দারিদ্র্যের কারণ সেগুলো হ্রাস করতে হবে। নিরাপদতর, বৈধ অভিবাসনে সহায়তা করতে সম্ভাবনাময় চাকরির সুযোগগুলো উৎসাহিত করতে হবে।	**সরকারদের জন্য:** • প্রণোদনাপ্রাপ্ত কারখানা ও কম্পানিগুলোকে সেসব এলাকায় কার্যক্রম চালু করতে হবে যেখানে বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের হার বেশি। যেহেতু এটি একেবারে রাষ্ট্রকাঠামো পর্যায়ের হস্তক্ষেপ, সেহেতু এটি সারভাইভার বা সারভাইভার নন এমন সকলের জন্য। **এনজিওগুলোর জন্য:** • সামাজিক এন্টারপ্রাইজ ও নৈতিক কম্পানিগুলোর সাথে সমন্বয় ঘটিয়ে সারভাইভারদের জন্য সাধারণভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে হবে। সরলরৈখিকভাবে সারভাইভারদের জন্য বিশেষভাবে আলাদা করে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে দেয়া উচিত হবে না, কারণ তা অবাঞ্ছিত মনোযোগ আকর্ষণ, বৈষম্য, এবং অনুপযুক্ত কাজের পরিবেশ তৈরি করবে। • এটা স্বীকার করতে হবে যে যেসব এলাকায় জনগন ও অর্থনীতি নিম্নগামী, সেখানে সফল পুনর্বাসনের জন্য পুনঃঅভিবাসনই সর্বোত্তম সমাধান হতে পারে। বৈধ অভিবাসনের বাধা কাটিয়ে উঠতে কাগজপত্র প্রস্তুতে সারভাইভারদের সহযোগিতা করতে হবে।

এটা নিশ্চিত করতে হবে যে মূল অংশীদারগণ, বিশেষ করে নির্দিষ্ট সম্মুখসারির সরকারি কর্মচারী ও সমাজের কর্তাব্যক্তিগণ মানব পাচার নিয়ে স্পষ্ট বোঝাপড়া রাখেন।	**সরকারদের জন্য:** • গণমাধ্যম, প্রকাশনা ও নীতিনির্ধারণীর মাধ্যমে মানব পাচারের চল ও অভিজ্ঞতা নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে অভিবাসন সংক্রান্ত জটিলতা ও পাচার – এ দুটো যে আলাদা বিষয় সে বিষয়ে বিভ্রান্ত দূর করতে সচেষ্ট হতে হবে। **এনজিওগুলোর জন্য:** • যেখানে উচিত হবে, সেখানেই বিস্তৃত পরিসরের অংশীদারদের নিয়ে কাজ করতে হবে, যা এসবিসিসিতে সরকারী কর্মকর্তা ও সমাজের কর্তাব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত করে। এটি সারভাইভারদের বোঝা ও তাদের জন্য সহমর্মী হতে সাহায্য করবে, একইসাথে এটি বৈষম্য, নেতিবাচক মনোভাব এবং গৎবাঁধা চিন্তার সাথেও লড়াই করবে। • জনমনে সহানুভূতি সৃষ্টি করতে নাম গোপন রেখে সারভাইভারদের গল্প শেয়ার করাও কাজে দিতে পারে।
শুরুতেই হাতে সঠিক কাগজপত্র থাকলে মানুষ অভিবাসনের বৈধ একটি রাস্তা দেখতে পায়। যা তাকে ধরা খাওয়া ও কারাদণ্ড থেকে বাঁচায়, এমনকি দালালের কাছে যাবার ঝুঁকিও এড়ানো যায়।	**সরকারদের জন্য:** • জন্ম নিবন্ধন সার্টিফিকেট, পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট নিশ্চিত করতে হবে, যেন সকল পরিবারই এগুলো পায়, বিশেষ করে যারা ভঙ্গুর অবস্থায় আছে। • দূর্নীতির বিরুদ্ধে লড়তে হবে। লক্ষ্যরাষ্ট্রের সাথে সমন্বয় ঘটাতে হবে যেন অভিবাসী শ্রমিকরা নিরাপদ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে। **এনজিওগুলোর জন্য:** • কীভাবে বৈধ উপায়ে নিরাপদে অভিবাসিত হওয়া যায় সে বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ফ্রি হটলাইন সুবিধা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উপস্থিতি, এবং ফিরে আসা অভিবাসীদের নেটওয়ার্কে প্রবেশাধিকার যারা পুরো প্রক্রিয়া নিয়ে তাদের জ্ঞান ও উপদেশ প্রদান করতে পারবে।

সম্পূর্ণ গ্রন্থতালিকার জন্য পূর্ণ রিপোর্টটি দেখুন।